দিনে কত বার কাঁদা যায়?

আজ বুধবার। আজ আমার পড়াশুনার দিন। আজ আমি কেবল পড়ি।
সকাল থেকে পড়ার টেবিলে বসার চেষ্টা করলাম। নাহ । মন বসছে না। সব সময় এমন হয় না। অথচ আজ কিছুতেই মন বসছে না ।

ঘড়ির কাঁটা দেখছিলাম। তিনটা বাজবে কখন? দেশের সাথে আমাদের সময়ের তফাৎ প্রায় ৫ ঘণ্টা। তিনটার সময় আমার সাত বছরের মেয়ে ঋষিতা আসবে স্কুল থেকে। আজ বার বার মনে হচ্ছে ও আসছে না কেন? আজ একটু আগে এলেই তো হয়।

ঋষিতা এলো। ওকে দ্রুত খেতে দিলাম। আর বললাম, 'মাগো, তাড়াতাড়ি খেয়ে বাবার ঘরে চলে আসো। আমাদের কিন্তু গানটা প্রাকটিস করতে হবে'। ওকে আগে বলিনি কোন গানটা আজকে প্রাকটিস করব। ওর বাবার কত খেয়াল। ওর সাথে তো সারাদিনই খেয়ালি খেলা খেলে। ঋষিতা রেডি হয়ে এলো। আমি বললাম , 'আজকে বাংলাদেশের সব মানুষ তাদের ন্যাশনাল এন্থেম গাইবে'। ঋষিতা জিজ্ঞেস করল, 'কোনটা ? আমার সোনার বাংলা?'
'হ্যারে মা। চলো আমারা একটু প্রাকটিস করে নেই'।

ততক্ষণে ৭১ টেলিভিশন এ দেখাচ্ছে গানের মহড়া। আমি আর ঋষিতা ওদের সাথে মহড়া দিলাম। ঋষিতা শুধু গানের প্রথম চার লাইন গাইতে পারে।
- আমি তো ফুল গানটা পারি না বাবা?
- তোর পুরো গান গাইতে হবে না । ওই চার লাইন গাইলেই হবে।

ঋষিতা তিন লাখ বুঝে না। শুধু বুঝল আজ অনেক অনেক মানুষ এই গান গাইবে। একটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হবে ।

ঘড়ির কাঁটা বাংলাদেশ সময়ে এগারটা বাজল। আমরা বাবামেয়ে টেলিভিশন এর দিকে- তাকিয়ে রইলাম এবং এক সময় ওদের সাথে গলা মেলালাম ' আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'। গান গাইবার সময় আমি বুকে হাত দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। ঋষিতা আমার হাত আমার বুকে দিয়ে বলল , 'ন্যাশনাল এন্থেম গাইবার সময় বুকে হাত দেয়। টেলিভিশন এ দেখ'।

এই গানটি আমি যতবার গাই – আমার চোখ ভিজে আসে। আমি অনেক বার নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি আমি কাঁদি কেন? আজও কাঁদলাম। ঋষিতা আমার চোখের জল দেখে অবাক।
- বাবা তোমার চোখে টিয়ার কেন? হোআই আর ইউ ক্রায়িং?
- নারে মা এটা টিয়ার না। তুমি আমার সাথে যে গান গাইলে তার জন্য আমি এতো
খুশী যে আমার চোখে জল এসেছে।
- বাবা তুমি একটা সিলি !

হ্যারে মা। আজ আমি সারাদিন সিলি ছিলাম।
সারাদিন আমি টেলিভিশন দেখেছি।
সারাদিন আমি এই গান শুনেছি।
সারাদিন আমি সিলি হয়েছি।
একজন মানুষ দিনে কতবার সিলি হতে পারে?

==========
জন মার্টিন, সিডনি, ২৬শে মার্চ,২০১৪